Contents

সোনামণি প্রতিভা

৪০তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২০

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

৪০তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০২০

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : **১৫ (পনের) টাকা মাত্র**

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৪
- প্রবন্ধ
  - আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা ০৬
  - রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী ১০
  - জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১৪
- হাদীছের গল্প ১৭
- এসো দো'আ শিখি ১৯
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২১
- কবিতাগুচ্ছ ২২
- ভ্রমণ স্মৃতি ২৫
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
- রহস্যময় পৃথিবী ৩২
- দেশ পরিচিতি ৩৩
- যেলা পরিচিতি ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

ছোটদের স্নেহ করো

ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ছোটদের স্নেহ করা এবং ভালবাসা ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। বিশেষ করে পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-মুরব্বী ও বড়দের দায়িত্ব হল ছোটদেরকে স্নেহ করা। তাহ'লে তাঁরাও তাদের নিকট থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করবেন। ফলে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে। শুধু তাই নয়, বড়রা ছোটদের সাথে কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণ করলে এবং তাদেরকে স্নেহভরে চুম্বন করলে তাঁরাও আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবেন। আর তাঁরা যদি ছোটদের আদর-স্নেহ না করেন, তাহ'লে নিজেরাই আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন (নিজ দৌহিত্র) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে চুম্বন করলেন। তখন তাঁর কাছে আক্বরা ইবনুল হাবিস (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আক্বরা (রাঃ) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে। আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি দয়া করে না; তাকেও দয়া করা হয় না' *(বুখারী হা/৫৯৯৭; মিশকাত হা/৪৬৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না' *(বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

ছোটদের আদর-স্নেহ না করা আল্লাহ্র রহমত শূন্য হৃদয়ের লক্ষণ। একজন আল্লাহভীরু মুমিনের হৃদয় এমন হওয়া শোভনীয় নয়। বরং তার হৃদয় হবে অন্যের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ। তিনি যেমন বড়দের সম্মান করবেন, তেমনি ছোটদের স্নেহ করবেন। ফলে তার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশের সর্বস্তরে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি মায়া-মহব্বত ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্য ব্যক্তিও তার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না' *(বায়হাক্বী, শু'আব হা/৮১১৯; মিশকাত হা/৪৯৯৫)*।

যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করবেন ও ভালবাসবেন, তিনি হবেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছোটদের আন্তরিকভাবে আদর-স্নেহ করবে না, সে বড়ই দুর্ভাগা। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), যিনি 'সত্যবাদী ও সত্যায়িত' তাঁকে বলতে শুনেছি, হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারু অন্তর হ'তে দয়া ও অনুগ্রহ বের করে দেওয়া হয় না' *(আহমাদ হা/৮০০১; মিশকাত হা/৪৯৬৮)*।

ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*। ছোটদের মন-মেযাজ ভাল রাখতে রাসূল (ছাঃ) সত্য এবং বাস্তব বিষয় নিয়ে তাদের সাথে ছোট-খাট কৌতুক ও রসিকতা করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি 'নুগায়ের' অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, 'হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের? *(বুখারী হা/৬১২৯; মিশকাত হা/৪৮৮৪)*।

শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবহার ছিল স্নেহপূর্ণ, কোমল ও ভদ্র। শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো তিনি আগেই তাদেরকে সালাম দিতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদের সালাম দিলেন' *(বুখারী হা/৬২৪৭)*। শিশু-কিশোর ও ছোটদের স্নেহ-ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের আর একটি দিক হ'ল, তারা ভুল করলে ক্ষমা করা ও সংশোধন করে দেওয়া এবং বেশী বেশী কৈফিয়ত তলব না করা। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি' *(বুখারী হা/৬০৩৮; মিশকাত হা/৫৮০১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুদের প্রতি এমন স্নেহশীল ছিলেন যে, তাদের কান্না শুনলে তিনি জামা'আতে ছালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। যাতে তাদের মায়েদের উদ্বিগ্নতা বেড়ে না যায়' *(বুখারী হা/৭১০; মিশকাত হা/১১৩০)*। একদিন রাসূল (ছাঃ) হাসান বা হোসাইনকে কোলে নিয়ে ছালাতে আসেন এবং তাকে পাশে রেখে ছালাত শুরু করেন। অতঃপর ছালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করেন যে, রাবী বলেন, কোন অঘটন ঘটেছে কি-না তা দেখতে মাথা উঁচু করে দেখলাম যে, হাসান বা হোসাইন রাসূলের পিঠের উপরে চড়ে রয়েছে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর এত লম্বা সময় সিজদায় থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার এই বেটা আমার উপর চড়েছিল। তাই আমি তাড়াহুড়া করতে অপসন্দ করলাম। যাতে তার খাহেশ পূরণ হয়ে যায় (অর্থাৎ সে নেমে যায়) *(নাসাঈ হা/১১৪১)*।

অতএব হে সোনামণি! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ মত জীবন গড়তে চাইলে যথাযথভাবে বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করো। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

সন্তানাদি সম্পর্কে

١. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

১. 'ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র' *(কাহফ ১৮/৪৬)*।

٢. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ

২. 'হে মুমিনগণ! তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু' *(তাগাবুন ৬৪/১৪-১৫)*।

٣. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৬৩/৯)*।

হাদীছের আলো

সন্তানাদি সম্পর্কে

١. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

১. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নি উপাসক বানায়' *(বুখারী হা/১৩৮৫)*।

٢. عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رضى الله عنهما وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِى أَبِى عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّى أَعْطَيْتُ ابْنِى مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِى أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

২. আমির (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত

আমি এতে সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং তার দান ফিরিয়ে নিলেন' *(বুখারী হা/২৫৮৭)*।

৩. عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

৩. আবূ মাস'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার জন্য ছাদাকা হিসাবে গণ্য হয়' *(বুখারী হা/৫৩৫১)*।

৪. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনার কারণে মরণ রোগে আক্রান্ত হলে নবী (ছাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার রোগ যে মারাত্মক হয়ে গেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী লোক। কিন্তু আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। কাজেই আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ছাদাকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমি সম্পদের অর্ধেক ছাদাকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ, তখন তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশই ঢের। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের সচ্ছল অবস্থায় ছেড়ে যাও তবে তা তাদেরকে অভাবী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম-যাতে তারা মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তোমাকে কখনো পেছনে ছেড়ে যাওয়া হবে না, আর (তুমি পিছনে পড়ে গেলেও) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে 'আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভবত তুমি আরো জীবিত থাকবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে। অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার ছাহাবীদের হিজরত আপনি জারী রাখুন এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইবনু খাওলা (রাঃ)-এর জন্য, (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মনে কষ্ট পেয়েছিলেন' *(বুখারী হা/৪৪০৯)*।

প্রবন্ধ

আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

১৩. ঘুম পাড়াতে ও কান্না থামাতে মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া : আদর্শ মা তার সন্তানকে কথায় ও কাজে সত্যবাদিতা শিক্ষা দিবেন। তাকে কোন কিছুর মিথ্যা আশ্বাস দিবেন না। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়ার আশ্বাস দিলে অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন। অন্যথায় তিনি মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর মিথ্যাবাদী মুনাফিক। তার স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে *(নিসা ৪/১৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ 'যে ব্যক্তি তার বাচ্চাকে বলল, এসো নাও। অতঃপর তাকে তা দিল না, তবে সে মিথ্যুক হবে' *(আহমাদ হা/৯৮৩৫; ছহীহাহ হা/৭৪৮)*।

তাই মা গল্পচ্ছলেও সন্তানকে মিথ্যা বলবেন না। তাদেরকে খাওয়াতে, ঘুম পাড়াতে ও কান্না থামাতে সর্বদা মিথ্যা উপমা ও গল্প থেকে বেঁচে থাকবেন। তাদের সাথে তিনি সত্য ও বাস্তব বিষয় নিয়ে হাসি-কৌতুক করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য কথা ও বাস্তব বিষয় নিয়ে কৌতুক ও রসিকতা করেছেন *(বুখারী হা/৬১২৯; মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। অনেক মা তার সন্তানকে হাসানোর জন্য মিথ্যা-হাস্যকর কথা বলে থাকেন। এগুলো সর্বতোভাবে বর্জন করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস নিশ্চিত যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস *(তিরমিযী হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৪৩৮)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর দিতে যামিন, যে তর্ক পরিহার করে হক্ব হলেও। আর একটি ঘর জান্নাতের মাঝামাঝিতে নিয়ে দিতে যামিন, যে মিথ্যা পরিহার করে কৌতুক করে হলেও এবং আরো একটি জান্নাতের সর্বোচ্চে নিয়ে দিতে যামিন যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে *(আবূদাঊদ হা/৪৮০০; ছহীহাহ হা/২৭৩)*। তদস্থলে হাদীছের গল্প ও সত্য ঘটনা তুলে ধরবেন। যেমন আমানতদারিতা ও অন্যের জিনিসে লোভ না করা সম্পর্কিত হাদীছের গল্প 'সোনাভর্তি কলস'।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এক লোক অপর লোক হ'তে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা সোনাভর্তি কলস পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার কাছ থেকে তোমার ঋণ নিয়ে নাও। কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, সোনা ক্রয় করিনি। জমিওয়ালা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই তোমার নিকট বিক্রি করে দিয়েছি। অতঃপর তারা উভয়েই অপর এক লোকের কাছে এর মীমাংসা চাইল।

মীমাংসাকারী বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অন্য লোকটি বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দাও আর প্রাপ্ত স্বর্ণের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং বাকী অংশ তাদেরকে দিয়ে দাও' *(বুখারী হা/৩৪৭২ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৪, মুসলিম হা/১৭২১)*। অনুরূপভাবে অনেক সময় সোনামণির মাধ্যমেই পিতা-মাতার আক্বীদা ও দুনিয়াবী চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হতে পারে। এমনই একটি হাদীছের গল্প-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। তন্মধ্যে অন্যতম হল-একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল উন্নত। শিশুটির মা বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য কর'। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে এগিয়ে এসে তাকে দেখতে লাগল। অতঃপর বলল, 'হে আল্লাহ! আমাকে এই ব্যক্তির মত কর না'? অতঃপর ফিরে এসে পুনরায় মায়ের দুধ পান করতে লাগল। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি যেন এখনও দেখছি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুটির দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি বলেন, লোকেরা একটি বাঁদিকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। আর বলছিল, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। মেয়ে লোকটি বলছিল, 'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক'। শিশুটির মা বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এই নষ্টা নারীর মত কর না'। শিশুটি দুধ পান ছেড়ে দিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই নারীর মত কর'।

এ সময় মা ও শিশুটির মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মা বলল, হায় দুর্ভাগা! একটি সুশ্রী লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও'। তুমি প্রত্যুত্তরে বললে, 'হে আল্লাহ! আমাকে এর মত কর না'। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ কর না'। আর তুমি বললে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এরূপ কর'। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালেম। সেজন্যই আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত কর না? আর এই মহিলাটিকে তারা বলল, তুমি যেনা

করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে যেনা করেনি। তারা বলছিল, তুমি চুরি করেছ। আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম, 'হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়ে লোকটির মত কর' *(বুখারী হা/৩৪৩৬ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮, হা/২৪৮২ 'মাযালিম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৫; মুসলিম হা/২৫৫০ 'সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*। এভাবে 'সোনামণি' প্রকাশিত 'সোনামণি প্রতিভা' পত্রিকা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'হাদীছের গল্প' ও 'গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান' বই সংগ্রহ করে মা তার সন্তানের সামনে সত্য ঘটনা ও শিক্ষণীয় গল্প তুলে ধরবেন।

১৪. ছালাত শিক্ষা দেওয়া : আদর্শ সন্তান গঠনে ছালাতের ভূমিকা অতুলনীয়। মা নিজে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করবেন। তাহলে তাকে দেখে সন্তান এমনিতেই ছালাতে অভ্যস্ত হবে। ৭ বছর বয়স হতে তাকে হাতে কলমে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে ১০ বছরে সে এমনিতেই খাঁটি মুছল্লী হবে। এরপরও না হলে, প্রহার করে হলেও ছালাতে বাধ্য করতে হবে। 'আমর বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর, এরপর ছালাতের জন্য প্রহার কর, যখন তাদের বয়স দশ। অতঃপর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)*। একজন মা ছালাতে অভ্যস্ত করানোর মাধ্যমে কিভাবে সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে পারেন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর জীবনীতে। তিনি ১৯ শে জুমাদাল উলা ১২৪৮ হি./১৪ই অক্টোবর ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের বাঁসবেরেলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৩০৭ হিজরীর ১৯ শে জামাদিউছ ছানী/১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। ২২২টি গ্রন্থ রচনা করে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। যখন নওয়াবের বয়স ৭ বছর তখন তাঁর মা তাঁকে প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওযূ করিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো ঘরে ছালাত আদায় করতে দিতেন না। কখনো উঠতে অলসতা করলে চোখে পানি ঢেলে দিতেন। সেকারণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছালাতের অভ্যাস গড়ে উঠে। দশ বছর বয়সে মা তাকে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত করেন *(মাসিক আত-তাহরীক ৯/৯ জুন ২০১২, পৃ. ২৪)*। ছোট বেলায় এই ইসলামী শিক্ষা পাওয়ার ফলে আজীবন তিনি দ্বীনের উপর অটল থাকেন।

১৫. পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা : সন্তান শৈশব হতে কৈশরে উপনীত হলে, তার সুপ্ত জগত ধীরে ধীরে সজাগ হতে শুরু করে। প্রকৃত জগত বা পরিবেশকে সে বুঝতে চেষ্টা করে। তাই দশ বছর বয়স হলেই পিতা-মাতা সন্তানের পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করবেন। ছালাতের মতই এটি কঠোর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এতে সন্তান আদর্শ হবে এবং তার মন পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ হবে *(আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)*।

১৬. কালিমা শিক্ষা দেওয়া : সন্তান কথা বলতে শিখলেই মা তাকে কালিমা তাইয়েবা ও শাহাদত শিক্ষা দিবেন। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক পরিচয় তার সামনে তুলে ধরবেন। একটু বড় হলে কালিমা মর্মার্থ বুঝিয়ে দিবেন।

১৭. তাক্বদীরে বিশ্বাসী করা : মা তার সন্তানকে তাক্বদীরে বিশ্বাসী হতে উপদেশ দিবেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ 'আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর আগে সমগ্র মাখলূকের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন *(মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯)*।

তাই মা তার সন্তানকে বলবেন, তুমি তাক্বদীরে বিশ্বাসী হও এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ও সম্মানে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে আল্লাহও তোমার প্রতি রাযী থাকবেন।

১৮. তার কাজের মূল্যায়ন করা : সন্তান কোন ভাল কাজ করলে বা কোন কাজে সফলতা অর্জন করলে মা তাকে মূল্যায়ন করবেন ও অভিনন্দন জানাবেন। তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখবেন। এতে তার কোমল মনে ভাল কাজের প্রতি প্রেরণা জাগবে। সে কোন ভুল করলে বা মন্দ কাজ করলে তাকে তিরস্কার না করে ভালভাবে বুঝিয়ে বলবেন। এতে মন্দ কাজের প্রতি তার ঘৃণা জন্মাবে।

১৯. সন্তানকে টিভি-সিনেমা ও অশ্লীলতা হতে দূরে রাখা : মা নিজে যাবতীয় অশ্লীলতা, গান-বাজনা, বাদ্য যন্ত্র, টিভি-সিনেমা থেকে দূরে থাকবেন এবং এ থেকে সন্তানকেও দূরে রাখবেন। সন্তানের অশ্লীল টিভি-সিনেমা দেখায় নীরব ভূমিকা পালন করা তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার শামিল। তিনি সূরা লোকমানের ৬ আয়াতটি সর্বদা স্মরণে রাখবেন ও সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দিবেন।

২০. খেলার সুযোগ দেয়া : মা সন্তানকে সর্বদা ঘরে বেঁধে রাখবেন না। তার মন চায় দু'চারটি বন্ধুর সাথে খেলতে ও ঘুরে বেড়াতে। তাই তিনি তাকে ভালো বন্ধুর সাথে খেলার সুযোগ করে দিবেন। মাঝে মাঝে নিজেও তার খেলার সাথী হবেন।

২১. পোশাকের ব্যাপারে সচেতন হওয়া : মা নিজে শালীন পোশাক পরবেন ও সন্তানের পোশাকের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। নিজের ও সন্তানের পোশাক যেন বিধর্মীদের পোশাকের সাদৃশ্য না হয়। সন্তানকে প্রাণীর ছবিযুক্ত ও টাইটফিট পোশাক থেকে সর্বদা দূরে রাখবেন।

২২. সন্তানের সামনে কলহ বিবাদ থেকে দূরে থাকা : দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য

হতে পারে। কিন্তু অপ্রীতিকর কোন কিছু সন্তানের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। করলে তাদের মনে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এতে তাদের কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হবে।

২৩. ভদ্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া : মা সন্তানকে মাঝে মাঝে আপনি বলে সম্বোধন করবেন। এতে মায়ের যাবতীয় আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ তার কোমল মনে আশানুরূপ প্রভাব ফেলবে। মা তাকে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব রাখতে অনুপ্রেরণা দিবেন। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ 'যখন তুমি ঝোলের তরকারী রাঁধ তাতে বেশী পানি দাও। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ নাও ও তা থেকে তাকে উত্তমরূপে প্রদান কর' *(মুসলিম হা/২৬২৫)*।

উপসংহার : আদর্শ সন্তান গঠনে আদর্শ মা যরূরী। একজন আদর্শ মা পারেন আদর্শ সন্তান গঠনে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোত্তম ভূমিকা পালন করতে। সেই সাথে সোনামণি সংগঠন আদর্শ সন্তান গঠনে সোনামণি বালক ও বালিকাদের আলাদাভাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের সোনামণি বালকেরা আগামী দিনে উপযুক্ত যুবক হবে এবং সোনামণি বালিকারা আগামী দিনে আদর্শ মা হয়ে দেশে আদর্শ ও উপযুক্ত সন্তান উপহার দেবে ইনশাআল্লাহ। তাই আপনার সন্তানকে সোনামণি সংগঠনের সাথে সার্বিকভাবে সম্পৃক্ত করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক
ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমী
মণিপুর, গাযীপুর।

(৪র্থ কিস্তি)

জ. গীবতে অংশগ্রহণ করা হারাম :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে' *(বুখারী হা/৫৯৯৪; মুসলিম হা/৬৭)*।

এ হাদীছে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন কথা বলা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 'আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বস না' *(আন'আম ৮/৬৮)*। আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القِيَامَةِ 'যে

ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন' *(তিরমিযী হা/১৯৩২; আহমাদ হা/২৭৫৪৩)*। মহান আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না; এবং একে অপরের গীবত করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? তোমরা তো তা অপসন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। তিনি বলেছেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাইল ১৭/৩৬)*।

জেনে রাখুন যে, যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত। যেখানে কথা বলা ও চুপ থাকা দুটোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই উত্তম।

ঝ. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ :

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلاَ وَقَولُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ 'তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না? আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা। তারপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, শোন! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শেষোক্ত কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি অনুরূপ বলাতে আমরা (মনে মনে) বললাম, 'যদি তিনি চুপ হতেন' *(বুখারী হা/৫৫১৯; মুসলিম হা/১২৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 'তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর' *(হজ্জ ২২/৩০)*।

তিনি আরও বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।

তিনি আরও বলেছেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ 'আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*।

ঞ. মুসলিমদের প্রতি কু-ধারণা করা নিষেধ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ 'তোমরা কু-ধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা' *(বুখারী হা/৬২২৯; মুসলিম হা/৪৬৪৬)*।

মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

ট. তিনজনের একজনকে ছেড়ে দু'জনের কানাকানি :

কোন স্থানে একত্রে তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে তার অনুমতি না নিয়ে দু'জনে কানাকানি করা (বা প্রথম ব্যক্তিকে গোপন করে কোন কথা বলাবলি করা) নিষেধ। অনুরূপ দু'জনের এমন ভাষায় কথা বলা যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না, তাও নিষিদ্ধের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 'গোপন পরামর্শ তা হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যেকৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহ্রই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে' *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*। ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ 'যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়-জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে' *(বুখারী হা/৫৮১৪)*। উক্ত হাদীছটি ইমাম আবূদাঊদ স্বীয় গ্রন্থে বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, আবূ ছালেহ বলেন, আমি ইবনু উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি (একত্রে) চারজন হয় (তাহলে দু'জনে কানাকানি করা বৈধ কি না)?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না'।

ইমাম মালেক উক্ত হাদীছকে তাঁর 'মুওয়াত্ত্বা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার বলেন, আমি ও ইবনু উমার খালেদ ইবনু উক্বাবার বাজারের বাড়ির নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক এসে পৌঁছল, যার ইচ্ছা ছিল ইবনু উমরের সাথে কানে কানে কিছু বলবে। আর ইবনু উমরের সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না।

সুতরাং ইবনু উমর তৃতীয় একজন লোককে ডাকলেন। পরিশেষে আমরা মোট চারজন হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও আহূত তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা একটু সরে দাঁড়াও। কেননা, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, 'একত্রে তিনজন থাকলে) একজনকে ছেড়ে যেন

দু'জনে কানাকানি না করে' *(মুওয়াত্তা মালিক হা/১৫৬৮)*।

ঠ. রান্না করে রসূন খাওয়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

আলী (ছাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ، إِلاَّ مَطْبُوخًا রান্না করা ছাড়া রসূন খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১৮০৮)*। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেছেন, فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَقَالَ : قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ : كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ হতে দূরে থাকে অথবা নিজ বাড়ি-ঘরে বসে থাকে। এক সময় নবী (ছাঃ)-এর খিদমতে (রান্না করা) একটি তরকারীর পাতিল আনা হল। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন তা (হতে নিজে না খেয়ে উপস্থিত) একজন ছাহাবীর সম্মুখে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সে ছাহাবীকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ আমি যার সাথে গোপনে কথা বলি, তুমি তার সাথে কথা বলো না *(বুখারী হা/৮৫৫ ও মুসলিম হা/৫৬৪)*।

ড. খাবার বাসনের মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ :

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী পূর্বে পার হয়ে গেছে, 'তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও' *(বুখারী হা/৫৩৭৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, اَلْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ 'যেহেতু খাবারের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না' *(তিরমিযী হা/১৮০৫)*।

ঢ. জাল্লালার গোশত খাওয়া ও দুধ পান করা :

ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا 'জাল্লালার (পায়খানা খেতে অভ্যস্ত গৃহপালিত প্রাণী) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৮৯; তিরমিযী হা/১৮২৪)*।

ণ. গরম খাদ্য খাওয়া নিষেধ :

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত (একদা) তিনি ছারীদ আনতে নির্দেশ দিলে তা আনা হলো। তখন এর উত্তপ্ত অবস্থা ও ধোঁয়া দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তা ঢেকে রাখা হল। আর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, يَقُولُ هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ 'এটিই বরকতের জন্য মহত্তম' *(দারেমী হা/২০৯৯)*।

[চলবে]

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবু আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন, تَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ'...তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে যা করতে বলা হল, যদি সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/১৩)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে' *(বুখারী হা/২০৬৭)*।

নফল ছালাত, ছিয়াম ও খাদ্যদান করা

সৎচরিত্রবান, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক পরিমাণে নফল ছিয়াম পালনকারী ও অন্যকে খাদ্য দানকারী জান্নাতে যাবে। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে বিশেষ ঘর নির্মাণ করে রেখেছেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছু দেখা যাবে। আবার বাহির থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! ঐ ঘর কার জন্য? তিনি বললেন, لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ 'যে ভাল ও নরম কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পরিমাণে নফল ছিয়াম পালন করে, আর যখন লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে সে ছালাত আদায় করে' *(তিরমিযী হা/২৫২৭)*।

ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও শাসক

ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও শাসক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর বিচারক রয়েছে। তার মধ্যে এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে যাবেন 'যে হক্ব বুঝে ও তদনুযায়ী ফায়ছালা করে' *(আবূদাঊদ হা/৩৫৭৩)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ন্যায়পরায়ণ শাসক জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/২৮৬৫)*।

কন্যা সন্তান লালন-পালনকারী

দুই বা দুইয়ের অধিক কন্যাকে লালন-পালন করে সুশিক্ষা দানকারী এবং

বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সু-পাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ 'যে ব্যক্তি দুইজন কন্যাকে তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, ক্বিয়ামতের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এভাবে একত্রে উপস্থিত হব। একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন' *(মুসলিম হা/২৬৩১)*।

ওযূর পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদিন ফজরের ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমন কি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক কোন আমল তো দেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওযূ করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল ছালাত আমি আদায় করি' *(মুসলিম হা/২৪৫৮)*। উকবা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল উট চরাবার। যখন আমার পালা আসল তখন আমি এক বিকালে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি মানুষদের নিয়ে কথা বলছেন, তখন তার যে কথা আমি ধারণ করতে পেরেছি তার মধ্যে ছিল, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 'তোমাদের যে কেউ ওযূ করে, আর সে তার ওযূ সুন্দর করে সম্পন্ন করে, তারপর দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর ছালাত ভালভাবে আদায় করল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/২৩৪)*।

নম্র-ভদ্র ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি

যারা নম্র-ভদ্র ও মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে হারাম করে দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ 'প্রত্যেক নরম দিল, ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম' *(আহমাদ হা/৩৯৩৮)*। যাদের জন্য জাহান্নাম হারাম তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

দৈনিক বারো রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি প্রতি দিন বারো রাকা'আত ছালাত অর্থাৎ ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত, যোহরের

পূর্বে চার রাক'আত, পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয ব্যতীত বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(মুসলিম হা/৪২৮)*।

৪টি গুণ বিশিষ্ট নারী

৪টি গুণ বিশিষ্ট নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ 'যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি প্রবেশ করবে' *(ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩)*।

আল্লাহভীরু এবং চরিত্রবান

অধিক আল্লাহভীরু ও সৎচরিত্রবান ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমলের কারণে সর্বাধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, تَقْوَى اللهُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 'আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র' *(তিরমিযী হা/২০০৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চে একটি ঘর নিয়ে দেওয়ার জন্য জিম্মাদার হব, لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে' *(আবূদাঊদ হা/৪৮০০)*।

ইয়াতীম লালন-পালনকারী

ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে যাবে। শুধু তাই না ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইয়াতীমের লালন-পালনকারী-ইয়াতীম তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক আমি জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব' *(মুসলিম হা/২৯৮৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'আমি এবং ইয়াতীমকে লালন-পালনকারী ব্যক্তি জান্নাতে কাছাকাছি থাকব এবং তার শাহাদাত অঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় এ কত্রিত করে ইঙ্গিত করলেন এবং দুইয়ের মাঝে একটু ফাঁক করলেন' *(বুখারী হা/৫৩০৪)*।

[চলবে]

হাদীছের গল্প

আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

নাজমুন্নাহার
রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

আবু জামরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব? আমরা বললাম হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন, আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মক্কায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি মক্কায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মক্কার ঐ লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ- আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম-কী খবর নিয়ে এলে? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার খবরে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। অতঃপর আমি একটি ছড়ি ও এক পাত্র খাবার নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলাম। মক্কায় পৌঁছে আমার অবস্থা দাঁড়াল এমন-তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞেস করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি যমযমের পানি পান করে মসজিদে থাকতে লাগলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে আমার প্রতি ইশারা করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল। পথেই তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করেননি। আর আমিও ইচ্ছা করে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়িতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় আবার মসজিদে গেলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু ওখানে এমন কোন লোক ছিল না যে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়ে চলার সময় বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বল, তোমার বিষয় কী? কেন এ শহরে এসেছ? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখার আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপন করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফেরত গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে

এখানে আগমন করেছি। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হবার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমাকে অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন লোক দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার অজুহাতে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। আলী (রাঃ) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম। আমি বললাম, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলিম হয়ে গেলাম। নবী (ছাঃ) বললেন, হে আবু যার। এখনকার মত তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয়ের খবর জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি কাফির মুশরিকদের সামনে উচ্চঃস্বরে তাওহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,) এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেখানে হাযির ছিল। তিনি বললেন হে কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। এতদশ্রবণে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসলো এবং আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট পৌঁছে আমাকে ঘিরে রাখলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা গিফার বংশের জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এ কথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গতদিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। গতদিনের মত আজও তারা নির্মমভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আব্বাস (রাঃ) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে ঐ দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল আবু যার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা' *(বুখারী হা/৩৫২২)*।

শিক্ষা :

১. *আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত প্রদান করেন।*

২. *হক্ব অনুসন্ধান করলে আল্লাহ তাকে হক পথ প্রদর্শন করেন।*

৩. *কষ্ট সহ্য কওে হলেও হক্বেও পথে অটল থাকতে হবে।*

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

কাফেরদের উপর বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বানাগ্ফির লানা যুনূবানা ওয়া ইসরা-ফানা ফী আম্রিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদা-মানা ওয়ান্ছুরনা আলাল্ ক্বাওমিল কা-ফিরীন।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপগুলো মোচন করে দাও, আর আমাদের কাজে যতটুকু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাও মোচন করে দাও। আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর' *(আলে ইমরান ১৪৭)*।

বিশ্লেষণ : ওহোদ যুদ্ধের সময় গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে গিয়ে মুসলমানদের উপর যে সাময়িক বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা যে মুসলমানদের একটু বাড়াবাড়ি ছিল তা বুঝতে পেরে ছাহাবীগণ আল্লাহ্র দরবারে আকুল প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ উক্ত দো'আ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উক্ত দো'আ করা কর্তব্য।

ফিৎনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা :

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ- رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا، إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা 'আলাইকা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকাল মাছীর। রাব্বানা লা-তাজ'আলনা ফিত্নাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আন্তাল্ 'আযীযুল হাকীম।*

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার উপরই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই মুখ করেছি এবং তোমার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি মহা শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়' *(মুমতাহিনা ৪-৫)*।

বিশ্লেষণ : এটি ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের উপকারের জন্য আল্লাহ্র কাছে আমার কিছু করার নেই। ইবরাহীম (আঃ) বিপদে পড়লেন। একদিকে কাফের আত্মীয়-স্বজনের মায়া আর অপরদিকে ইসলামের

মুহাব্বত। এটা যেন তার মনে ফিৎনা সৃষ্টি না করে তাই উক্ত প্রার্থনা করেছিলেন।

আয়াতুল কুরসী :

اَللهُ لاَ إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ اَلْحَـىُّ الْقَيُّـوْمُ، لاَ تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَّلاَنَـوْمٌ، لَـهُ مَـافِى السَّـمَوَاتِ وَمَـافِى الْأَرْضِ، مَـنْ ذَا الَّـذِىْ يَشْـفَعُ عِنْـدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِ، يَعْلَـمُ مَابَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَـىْءٍ مِّـنْ عِلْمِـهِ إِلاَّبِمَـا شَـآءَ وَسِـعَ كُرْسِيُّه السَّمَوَاتِ والْأَرْضَ وَلاَ يَئُوْدُه حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণ : *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইউল্ ক্বাইয়ূম, লা-তা'খুযুহূ সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম লাহূ মা-ফিস সামাওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরযি, মান যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা- বিমা-শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিইউহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা, ওয়ালা-ইয়াঊদুহূ হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল 'আলিইউল 'আযীম।*

অর্থ : 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুফারিশ করবে? দৃষ্টির সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন তিনি ততটুকু পান। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান' *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

আমল ও ফযীলত : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্র একক অস্তিত্ব, তাওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। নাসাঈর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেহ ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু বাধা দিতে পারে না *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৩২২)*। শয়ন কালে পাঠ করলে সারা রাত্রীতে একজন ফেরেশতা তাকে পাহারা দিবে যাতে শয়তান তার ক্ষতি করতে না পারে।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৮-৩০)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

লোভী পিঁপড়া

নাঈমুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক খাবার ঘরের গর্তে বাস করত এক কালো বড় পিঁপড়া। তার পাশেই আরেক গর্তে বাস করত এক লাল ছোট পিঁপড়া। তাদের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল না। কারণ ছোট পিপঁড়াটি বড় পিঁপড়াটিকে সম্মান করলেও বড় পিঁপড়াটি ছোট পিঁপড়াটিকে স্নেহ করত না। বরং ছোট পিঁপড়াটির ক্ষতি করার চেষ্টা করত। আর বড় হওয়ার কারণে তার অহংকারের শেষ ছিলনা।

একদিন তারা সকালে খাবারের খোঁজে গর্ত থেকে বের হল। ঐ খাবার ঘরে কিছু রুটির টুকরো পড়ে ছিল। তারা উভয়ে রুটির কাছে উপস্থিত হল এবং টুকরোগুলো গর্তে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। বড় পিঁপড়া মনে মনে ভাবল, যদি খাদ্যগুলো আমি একা নিয়ে যায়; তবে তা অনেক দিন খেতে পারব। তাই সে ছোট পিঁপড়াকে বলল, দেখ ভাই আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে। এগুলো খেয়ে আমি ক্ষুধা নিবারণ করব। ছোট পিঁপড়া বলল, আমাকে সামান্য অংশ দিলে তোমার ক্ষতি হবে না। বরং আল্লাহ তোমাকে উত্তম খাদ্যদান করবেন। সে বলল, না আমি কোন কথাই শুনব না। তুমি কোন খাবার নিবে না। চলে যাও এখান থেকে। এই বলে তাকে তাড়িয়ে দিল। মনের দুঃখে সে চলে গেল। বড় পিঁপড়া খাবারগুলো গর্তে নিয়ে যাচ্ছিল। কিছু সময় পর খাবার ঘরের মালিক ঘরে আসলেন। ঘর নোংরা হয়ে থাকায় তিনি ঝাড়ু দিয়ে আবর্জনাগুলো পাশে এক পুকুরে ফেলে দিলেন। আবর্জনার মধ্যে বড় পিঁপড়াও ছিল। পানিতে পড়ে লোভী পিঁপড়া পাড়ে উঠতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিলনা। পুকুর পাড়েই খাবার খুঁজছিল ছোট পিঁপড়াটি। সে তাকে পানিতে দেখতে পেয়ে একটি কাগজের টুকরো ভাসিয়ে দিল।

লোভী পিঁপড়া তাতে ভর করে পাড়ে উঠে আসলো এবং প্রাণে বেঁচে গেল। সে মাথা নিচু করে ছোট পিঁপড়াকে বলল, লোভে পড়ে আমি বড় ভুল করেছি। আমি আমার পাপের শাস্তি পেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি আর কোনদিন এরূপ কাজ করব না। মিলে মিশে এক সাথে বন্ধু হয়ে থাকব। কোনদিন লোভ করব না।

শিক্ষা :

১. *কথায় আছে, অতি লোভে তাতি নষ্ট।*

২. *হিংসা করা ভাল না।*

৩. *ছোট হোক বা বড় হোক কাউকে তুচ্ছ মনে করা ঠিক নয়।*

ক বি তা গু চ্ছ

আল্লাহভীতি

খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক
ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমী
মণিপুর, গাযীপুর।

আল্লাহভীতিই আসল নীতি
মুমিন মনের বাসনা,
পাপের ছোঁয়া রিপুর ধোঁয়া
ধারে কাছে আসেনা।

আরব আযম নেই যে তফাত
আল্লাহভীতিই আসল হয়,
চেহারাতে যায়না দেখা
বুকের ভেতর লুকিয়ে রয়।

কাঁটাযুক্ত সরু রাস্তায়
চলতে যেমন কষ্ট হয়,
এমনি ভাবেই দুনিয়া মাঝে
পাপমুক্ত চলতে হয়।

সাদা বর্ণ কালো চর্ম
জন্ম যার যেমন হয়,
আর কিছুর নেই ভেদাভেদ
আল্লাহভীতিই আসল হয়।

ছওয়াবযুক্ত ত্রুটিমুক্ত
জীবন গড়ার দেয় যোগান
সকল পাপী থামাতে আজি
আল্লাহভীতিই মূল স্লোগান।

রব

জাবির আহমাদ জিহাদ
দেওয়ান পাড়া, জামালপুর।

কে তুমি গো এমন করে
দিচ্ছো মিষ্টি হাসি?
হাসি দিয়ে বলছো তুমি
রবকে ভালোবাসি।

কে তোমার রব একটু শুনি
কি পরিচয় বলো?
রবকে চিনতে হলে তুমি
আমার সাথে চলো।

কেমন করে আসলে তুমি
এই ধরাতে জানো?
মহান আল্লাহ স্রষ্টা তোমার
সেই স্রষ্টাকে মানো।

কে তোমাকে খাবার খাওয়ায়
কে তোমাকে পরায়?
আকাশ হতে কোন সে মহান
বৃষ্টি জানো ঝরায়।

কে তোমাকে ভালোবাসে
সবার চাইতে বেশি?
কে তোমাকে ভাষা দিলো
করলো বাংলাদেশী।

তিনি হলেন মহান আল্লাহ
তিনি সবার মালিক
তার ইবাদত করি সবাই
তিনি মোদের খালিক।

মুসলিম সমাজ

মাহমূদা সুলতানা, দাওরা শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ওরে অবুঝ মুসলিম সমাজ
দুর্নীতির কবল থেকে মোদের
দাও গো মুক্তি।
বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো এটাই হবে
ন্যায় সংগত যুক্তি।
ধর্মের নামে জালিয়াতি কভু
করো নাকো বিস্তার,
দূর করো যত মিথ্যা ধর্ম আর
অন্ধ কুসংস্কার।
মুছে ফেল যত অন্যায় আর
জাহেলী কারবার।
মিথ্যাকে দূরীভূত করে
করো সত্যের সঞ্চার,
স্বাধীনতার নামে যারা
নিরীহ মানুষের সাথে
করে অবিচার।
সে সব অত্যাচার রুখে
ফিরিয়ে দাও তাদের সমধিকার।
বাতিলকে পিছনে ফেলে
হও সামনে অগ্রসর।

আমাদের শিশু

শফীকুল ইসলাম
কনইল, মান্দা, নওগাঁ।

আমাদের শিশু আমাদের ভাই
হয়তোবা কারো বোন,
পথে ঠেলে দেব কেন ঘাড় ধরে
ওরা যে দেশের ধন।
আজকের শিশু আগামী দিনের
দেশ গড়ার কারিগর,
রাস্তায় কেন বড় হবে ওরা
ছেড়ে নিজ বাড়ি-ঘর।
সব শিশুদের যত্ন নিই গো
নাহি করি অবহেলা,
শিশুদের নিয়ে নাহি করি যেন
পুতুলের মত খেলা।
আজকের শিশু আজকের হেলা
হবে সেতো অভিশাপ,
ওদের জীবন সাঙ্গ করলে
হবে পরে অনুতাপ।

সুখের পরশ

উম্মে হাবীবা তাসনীম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মানুষ হয়ে কেন তুমি
মিথ্যা কথা বল,
দুঃখ দিয়ে হৃদয় মাঝে
অনল কেন জ্বালো।
বলবে তুমি সত্য কথা
করবে মহৎ কাজ,
থাকবে তোমার অন্তরেতে
পাপের প্রতি লাজ।
মানুষ তুমি বড় অনেক
মহান তোমার কাজ,
মর্যাদা বোধ, স্নেহ, আদর
হবে তোমার সাজ।
মানুষ যদি হতে চাও
চল আল্লাহ্‌র পথে,
সুখের পরশ তবেই পাবে
হৃদয় জগতে।

প্রার্থনা

জান্নাতুল খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অতীতের সব ভুলে গিয়ে
সুন্দর জীবন গড়ে চাই,
দ্বীনের উপর থাকতে যেন
তোমায় সদা সঙ্গে পাই।
হে আল্লাহ তুমি দয়া কর!
এই ছোট্ট সোনামণিকে,
সারা জীবন থাকব আমি
তোমার পথের সঙ্গী হয়ে।
কবুল কর আমায় তুমি
দূরে ঠেলে দিওনা,
জান্নাত চাই তোমার কাছে
এই মোর প্রার্থনা।

দাওয়াত

গাযী সুমাইয়া
লক্ষীকোলা, রাজবাড়ী।

হকের পথে চলতে গেলে
আসে অনেক বাধা,
সেই বাধা দূর করব মোরা
পথ হবে মোদের সাদা।
দিব মোরা অহি-র দাওয়াত
আল্লাহ ছাড়া মা'বূদ নাই,
মুহাম্মাদ (ছাঃ) রাসূল মোদের
আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই।
আল্লাহ পথে দাওয়াত দিতে
বাধা যদি আসে,
ধৈর্যধারণ করব মোরা
সাহস হারাবো না তাতে।

ছালাত

আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
দেওয়ানপাড়া, জামালপুর।

মুমিন তুমি ছালাত পড়
করো নাতো হেলা,
এই ছালাতই হবে তোমার
ভালো কাজের ভেলা।

মুমিন তুমি পড়তে ছালাত
করো না আলসেমি,
এই আলসেমির ফলে তুমি
হবে জাহান্নামী।

মুমিন তুমি ছালাতকে
বল না কাজ আছে,
বরং তুমি কাজকে বল
আমার ছালাত আছে।

মুমিন তুমি ছালাত পড়
এতেই তোমার লাভ
পড়লে ছালাত জান্নাত পাবে
সকল কষ্ট হবে সাফ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলিম ভাই তার কোন ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হল, তোমার চলন উত্তম হল এবং তুমি জান্নাতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে, (তিরমিযী হা/২০০৮)।

ভ্রমণ স্মৃতি

সোনামণি শিক্ষা সফর ২০২০

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

কোন কিছু চোখে দেখে শেখা আর সে বিষয়ে মুখস্থ করে শেখার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর দর্শনীয় ও আশ্চর্য বিষয়গুলো চোখে দেখলে হৃদয় থেকে আল্লাহ্র প্রশংসা আপনাতেই বেরিয়ে আসে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি ও শিক্ষার জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম সূচনা করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দেখা বিষয়গুলো সহজে আত্মস্থ হয়ে যায় এবং তা কখনোই স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করে পৃথিবীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সে লক্ষ্যেই সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও শিক্ষা সফরের আয়োজন করেছে।

'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১২ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার বাদ মাগরিব আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে সফরকারীদের উদ্দেশ্যে নছীহত মূলক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টি এই সুন্দর পৃথিবী দেখে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষা সফর করবে। আর সেখানে গিয়ে মানুষের মাঝে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিবে।

উল্লেখ্য যে, এ শিক্ষা সফরে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ (২০১৯-২০২১)-এর পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচলক মুঈনুল ইসলাম, বেলাল হোসাইন, আবু তাহের ও অন্যান্যদের মধ্যে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল, 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, 'সোনামণি'র রাজশাহী-পূর্ব যেলা পরিচালক খায়রুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান, সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, মারকাযের ইয়াতীম বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক বেলালুদ্দীন, ছাত্র অভিভাবক হিযবুল্লাহ ও আব্দুল হান্নান সহ মারকাযের হিফয ও মক্তব বিভগ সহ প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও ছাত্রসহ সফরকারীর সদস্য সংখ্যা ছিল মোট ১২০ জন।

যাত্রার বিবরণ

পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আমরা ১২ই ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার রাত ৯-টা ৫০ মিনিটে ২টি 'রাব্বী এন্টার প্রাইজ' বাস যোগে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের নেতৃত্বে শেরপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমাদের সর্বশেষ বিদায় দেন ও দো'আ করেন। যাতে আমাদের এ সফর সুন্দর ও শিক্ষণীয় হয়।

যাত্রার শুরুতে সফরে যাওয়ার দো'আ পাঠের মধ্য দিয়ে আমাদের পথ চলা শুরু হয়। ১ নম্বর গাড়ির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও ২ নম্বর গাড়ির দায়িত্ব পালন করি আমি। গাড়িতে সোনামণিদের আনন্দ ও বিনোদনের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কুইজে বেশ কিছু বিষয় ছিল যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, আযান, জাগরণী, কৌতুক ইত্যাদি। মজার বিষয় হল এ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরস্কার পেয়েছে।

এভাবে আনন্দ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি খুব সুন্দরভাবে চলতে থাকে। রাত ১-টা ৪০ মিনিটে গাড়ি সিরাজগঞ্জের 'ফুড ভিলেজে' পৌঁছায়। সেখানে ২০ মিনিটের যাত্রা বিরতিতে টয়লেট সেরে ব্যক্তিগতভাবে আমরা হালকা নাশতা গ্রহণ করি। অতঃপর শেরপুরের গজনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ভোর ৬-টায় গজনী থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বে ঝিনাইগাতী দারুল ইসলাম দাখিল মাদ্রাসায় পৌঁছায়। সেখানে ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য গাড়ি থেকে নেমে মাদ্রাসার পাশে একটি মসজিদে যায়। টয়লেট সেরে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখি বয়ান চলছে। তাদের বয়ন চলা অবস্থায় আমরা দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করি। সবার সুন্নাত ছালাত আদায় হলে 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমরা দু'রাকআত ফরয ছালাত আদায় করে নেই। ইমাম ছাহেব বললেন, বাইরে বারান্দায় পড়েন। কেননা একবার জামা'আত হয়ে গেছে। এখানে আরেকবার জামা'আত করা মাকরূহ। যদিও তাদের এ কথার কোন ভিত্তি নেই। পরিচালক বললেন, বারান্দায় চট বিছানো নেই। এতে আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা শীতে কষ্ট পাবে। তখন তিনি বললেন, দ্রুত পড়ে নেন। শুনে মনে হল, আমাদের ফরয ছালাতের চেয়ে তাদের বয়ানই বেশী মূল্যবান। 'সোনামণি'র পরিচালক

তাদের কষ্টের অনুমতি পেয়ে প্রথম রাক'আতে সূরা সিজদার কয়েকটি আয়াত ও শেষ রাক'আতে সূরা দাহররের কয়েকটি আয়াত পড়ে ফজরের দু'রাক'আত ফরয ছালাত আদায় করালেন। ছালাত শেষে তাদের মুখে রাগের ছাপ অনুভব করলাম। কারণ ইতিপূর্বে হয়তো কখনো এই মসজিদে তারা উচ্চৈঃস্বরে আমীন, রাফঊল ইয়াদায়েন, বুকের উপর হাত বাঁধা, সিজদায় যাওয়ার শুরুতে প্রথমে দু'হাত মাটিতে রাখা ইত্যাদি দেখেনি। যা দেখে-শুনে তাদের শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে। পরিচালক ছাহেব বললেন, ভাই ৫ মিনিট মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। তারা বললেন, না; আপনারা চলে যান। আমাদের অনেক বড় আলেম আছেন। পরিচালক ছাহেব বললেন, আপনারা আমাদের ছালাত আদায়ের সুযোগ করে দিলেন তার ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যই বলছি। তিনি সোনামণিদের দ্বারা 'সোনামণি'র ৫টি নীতিবাক্য উপস্থাপন করতে চাইলেন। কিন্তু কোনভাবেই তারা বলতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে হল।

মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা সকালের নাশতার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। পাশেই একটা চাতাল পাওয়া গেল। তাদের কাছে গিয়ে বললাম, আমরা রাজশাহী থেকে সোনামণিদের নিয়ে শিক্ষা সফরে এসেছি। আপনাদের অনুমতি পেলে এখানে বসে সকালের নাশতা করতাম। তারা খুশি হয়ে বললেন, অবশ্যই। আমরা আপনাদের পানির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তখন মনে হল এই লোকগুলোর ব্যবহার কি আর মুছল্লীদের ব্যবহার কি? কারণ বশতঃ সেখানে নাশতা করা হল না। আমরা রওয়ানা করে গজনী অবকাশ কেন্দ্রে সকাল ৭-টায় পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছে রাজশাহী থেকে নিয়ে যাওয়া সবজী খিচুড়ী নাশতা করি। অতঃপর গজনী অবকাশ কেন্দ্রের অনিন্দ্য সুন্দর সবুজ প্রকৃতি ঘুরে ঘুরে দেখি।

গজনী অবকাশ কেন্দ্র

গজনী অবকাশ কেন্দ্র বাংলাদেশের শেরপুর যেলা শহরের ঝিনাইগাতী উপযেলার কাংশা ইউনিয়নের গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এর উত্তরে রয়েছে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। গজনী অবকাশ কেন্দ্রটি প্রায় ৯০ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। শেরপুর যেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে এটি নির্মিত হয়। এটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলের প্রধান এবং আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়।

বর্ণনা

গজনী অবকাশ কেন্দ্রে চোখে পড়বে সবুজ গাছপালার সারি, লতাপাতার বিন্যাস, ছোট-বড় টিলা, উপজাতীয়দের

ঘরবাড়ী ইত্যাদি। এখানে প্রধান প্রধান গাছপালার মধ্যে রয়েছে শাল, সেগুন ও গজারী গাছ। কৃত্রিম স্থাপনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিশালাকার ডায়নোসরের প্রতিকৃতি, ড্রাগন, পাতালপুরী, মৎস্যকন্যা, আলোকের ঝর্ণাধারা, শিশুদের জন্য চুকোলুপি পার্ক, ছোট আকারের চিড়িয়াখানা। যেখানে রয়েছে বেশ কয়েক প্রজাতির প্রাণী যেমন- বানর, হনুমান, হরিণ, সাপ, গন্ধ বকুল ও একুয়ারিয়াম ভর্তি বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

চিড়িয়াখানা থেকে একটু সামনে গেলে দেখা মিলবে 'আলোকের ঝর্ণাধারা'। গেটে ১০ টাকা টিকিট কেটে অরণ্যপথ দিয়ে নিচে নামলে দেখা যাবে সেই কৃত্রিম ঝর্ণাধারার। নীচে নামতে তেমন ভয় না লাগলেও ঝর্ণার পাশ দিয়ে উপরে উঠতে বেশ ভয় পেয়েছিলাম। কারণ কোনভাবে পা পিছলে পড়ে গেলে মৃত্যুর মত দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

প্রথম অভিজ্ঞতা

আলোকের ঝর্ণার পাশ বেয়ে উপরে উঠে হাসফাঁস করছিলাম। এ সময় দেখি এক মুরব্বী চাচা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৫ টাকা দিলেই ঘোড়ায় চড়ে একটি গোলবৃত্তে দুই পাক ঘুরাচ্ছে। ঘোড়ায় উঠতে খুব ভয় লাগছিল। কিন্তু তার পরও উঠে বসলাম। চাচা সাথে নিয়ে ঘুরালেন। বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম। আরো অনেকেই ঘোড়ায় চড়েছিল।

সাইট ভিউ টাওয়ার

গজনী অবকাশ কেন্দ্রের পুরো এরিয়া এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যে দেখার জন্য রয়েছে ৬৪ ফুট উঁচু 'সাইট ভিউ টাওয়ার'। ১০ টাকা টিকিট কেটে উপরে উঠতে হয়। সেখান থেকে দূরবীক্ষণ-এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ দৃশ্য ও উঁচুনিচু পাহাড় অবলোকনের আনন্দ কখনো ভুলার নয়।

আমরা গজনী অবকাশ কেন্দ্র দেখে ১০-টা ১৫ মিনিটে মুধুটিলা ইকোপার্কের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

যাত্রা পথে সন্ধ্যাকুড়া 'জিএস রাবার বাগান' দেখার জন্য যাত্রা বিরতি করি। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় ১ কিলোমিটার যাওয়ার পর সেই রাবার বাগানের দেখা মিলে।

জিএস রাবার বাগান

শেরপুর যেলার গারো পাহাড়ে অবস্থিত ঝিনাইগাতীর সন্ধ্যাকুড়া জিএস রাবার বাগান। সারি সারি রাবার গাছ, ফলজ, শাল, গজারী ও সেগুন বনের বিন্যাস খুব সহজেই প্রকৃতি প্রেমীদের হৃদয়ে দোলা দিবে। পাহাড়, বনানী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝেও কৃত্রিম সৌন্দর্যের অনেক সংযোজন রয়েছে এখানে।

শেরপুরের বিশিষ্ট শিল্পপতি ইদ্রীস মিয়া ১৯৮৯ সালে প্রায় ৮০ একর জমি সরকারের কাছ থেকে লীজ নিয়ে এ বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বাগানে রাবার গাছের সংখ্যা ৯ হাযার। বর্তমানে ৫ হাযার গাছ থেকে প্রতিদিন ৩০০ কেজি করে রাবার (কষ) উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতি কেজি রাবার (কষ) বর্তমান মূল্য ১৩০ টাকা। প্রতিটি রাবার গাছ ২০ থেকে ২৫ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। রাবার গাছের বয়স ৪০ বছর পার হলে আস্তে আস্তে রাবার উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন এসব গাছ বিক্রি করে দেওয়া হয়। বাগানে রোপন করা রাবার গাছের কমপক্ষে ৭ বছর হলে রাবার উৎপাদন শুরু হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে রাবার গাছ থেকে কষ সংগ্রহ করে কারখানায় মজুদ রাখা হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রির জন্য প্রেরণ করা হয়। এই বাগান প্রতিষ্ঠার ফলে এলাকার বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রাবার বাগান সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল ভিন্ন। কিন্তু বাগানে গিয়ে অনেকেই বিস্মিত হয়েছি। গাছের গোড়া থেকে একটু উপরে ছোট মাটির পাত্র ঝুলানো আছে। গাছের ছাল কেটে রেখেছে আর তা থেকে রস টপটপ করে পাত্রে পড়ছে। দেখতে একেবারে দুধের মত সাদা। হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ রাখলেই রাবার হয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ্‌র এই অপরূপ সৃষ্টি দেখে সোনামণিরা অনেক আনন্দ উপভোগ করেছে।

রাবার বাগান দেখে ১১-টা ৪০ মিনিটে আমরা 'মধুটিলা ইকোপার্কে'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ১২-টা ২০ মিনিটে পার্কে গিয়ে পৌঁছায়। গেট ফী হিসাবে দু'গাড়ির জন্য ১৫০০ টাকা প্রদান করতে হয়। অতঃপর ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পায়।

মধুটিলা ইকোপার্ক :

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশের চির সবুজ প্রকৃতি সর্বদা আর্কষণ করে মানুষদের। দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পাহাড়-নদী, খাল-বিল ও সবুজ অরণ্যঘেরা প্রকৃতি। তেমনি একটি স্থান শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপযেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত অন্যতম একটি পরিবেশ-উদ্যান মধুটিলা ইকোপার্ক । ১৯৯৯ সালে এই বনকে পরিবেশ-উদ্যান বা ইকোপার্ক হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। এই পার্কের আয়তন ৩৮৩ একর।

শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে অবস্থিত মধুটিলা ইকোপার্কটি সীমান্তের ওপারে ভারতীয় অংশেও অবস্থিত। তুরা পাহাড় এখানেই অবস্থিত। এখানে নানা ধরনের গাছপালা ও জীবজন্তু রয়েছে। এখান থেকে ভারতের মেঘালয়ের গাছ, প্রাণী, ঝর্ণা, পাহাড় ও লেক দেখা যায়।

১০ টাকায় টিকিট কেটে পার্কের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নজরে পড়বে উঁচু গাছের সারি। রাস্তা থেকে ডান

পাশে খোলা প্রান্তর আর দুই পাশে রকমারি পণ্যের দোকান। রেঁস্তোরা পেরোলে পাহাড়ী ঢালুর আঁকাবাঁকা রাস্তা।

এরপর যত এগোনো যাবে, ততই মন ভরে যাবে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যাওয়ার পথে ঝোপঝাড়ে দেখা মিলবে হরিণ, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, সিংহ, বানর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, হ্রদের ধারে কুমির, ব্যাঙ আর মৎস্যকন্যার সব ভাস্কর্য। আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথে ঘন ঘন গাছের সারি গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেছে। এখানে উঁচু পাহাড়ের গাছের ছায়ায় বসে কাটানো যাবে দুপুর ও বিকেল।

ওয়াচ টাওয়ার

মধুটিলার মধ্যভাগে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। এই টাওয়ারে উঠে ভারতে অবস্থিত উঁচু উঁচু পাহাড় আর সীমান্তবর্তী সবুজ গারো পাহাড় দেখা যায়। ভাগ্য ভাল হলে ওয়াচ টাওয়ার থেকেই দেখা মিলতে পারে বুনোহাতির দলের। তারা সাধারণত শেষ বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় গভীর অরণ্য থেকে নেমে আসে। বাঁয়ে ১০০ গজ এগিয়ে গেলে ৫৫ ফুট উঁচু টাওয়ার। টাওয়ারে ওঠার টিকিট ১০ টাকা। এখানে দাঁড়িয়ে খালি চোখে আবছা আবছা ভারতের বিএসএফ ক্যাম্প দেখা যায়। আবার পরিষ্কারভাবে দেখতে চাইলে টাওয়ারে বাইনোকুলার রয়েছে। দূরবীক্ষণ-এর মাধ্যমে ভারতের ক্যাম্প দেখতে ৫০ টাকা লাগে। পাহাড়ের চূড়ায় সাইট ভিউ টাওয়ারে উঠলেই চোখ জুড়িয়ে যায় সীমান্ত পেরিয়ে উঁচু উঁচু পাহাড় আর সবুজ অরণ্যের মনোরম দৃশ্য দেখে। দূরের অরণ্যকে একটু কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হলেও এর সৌন্দর্যের কোন কমতি নেই।

ভিতরে প্রবেশের পর পিকনিক স্পটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুপুরের রান্নার কাজ আরম্ভ করা হয়। অতঃপর ছালাত আদায়ের জন্য আমরা গেটের বাহির মসজিদে যাই। সেখানে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও কছর করি। ছালাত শেষে উপস্থিত মুছল্লীদের মাঝে সোনামণি'র পরিচিতি, 'যুবসংঘ'-এর পরিচিতি ক ও খ এবং 'মদ-জুয়া হতে বিরত থাকুন' লিফলেট বিতরণ করি। সেখান থেকে ফিরে এসে সোনামণিরা দলবদ্ধভাবে মধুটিলা ইকোপার্কের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পাহাড়ে উঠার আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র সহ-পরিচালাক মুযযাম্মিল হক ও আমার ভাগ্যে রাতের খাবারের জন্য গোশত সংগ্রহের দায়িত্ব পড়ে। আর পরিচালক রান্নার কাজ তদারকী করতে থাকেন। ফলে আমরা গোশত সংগ্রহের জন্য গেটের বাহিরে যায়। জামালপুর-উত্তর যেলা আন্দোলন'-

এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমান ও শেরপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ভাই আমাদের সাথে যায়।

গেট থেকে ১০০ গজ দূরে এক মুরব্বী চাচার প্লোট্রির দোকান থেকে ১১ কেজি ৮০০ গ্রাম মুরগি ক্রয় করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল গোশত কেটে তৈরী করার মত কোন ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে আমরা নিজেরাই গোশত কেটে তৈরী করি। কষ্ট হলেও আনন্দ পেয়েছিলাম। সেখান থেকে গোশত নিয়ে আসতেই দেখি রান্নার কাজ সম্পন্ন। এদিকে সোনামণিরাও ঘুরাঘুরি শেষ করে ফিরে এসেছে। আমরা সবাই এক সাথে দুপরের খাবার গ্রহণ করি। খাবার গ্রহণ শেষ হতে দেখি ঘড়িতে ৪-টা ১৫ মিনিট। পার্ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বিকেল ৫-টার মধ্যে পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। হাতে আছে আর মাত্র ৪৫ মিনিট। এ সল্প সময়ের মধ্যে কি দেখব! তবুও বসে থাকলাম না। আমরা পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ভাই সহ কয়েক জন ছুটলাম প্রকৃতি ও পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে। খুব দ্রুত সামনে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম পাহাড়ে যাওয়ার পথে সুন্দর গেট করা আছে। গেট দিয়ে সিঁড়ির মাধ্যমে বেশ উঁচুতে উঠলাম। ভাবলাম এখানেই শেষ। কিন্তু না। একটু সামনে যেতেই বিশাল গর্ত ও জঙ্গল। সে গর্তে খুব ভয়ে ভয়ে নামলাম। জঙ্গল মাড়িয়ে উপরে উঠতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। হাতে কাঁটাও ফুটেছিল। তারপরেও সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম পাহাড়ের সর্বশীর্ষে উঠতে পেরে। সেখান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর উঁচুনিচু বহু পাহাড়ের সমাহার দেখে মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। সে সাথে আমরা বারবার আল্লাহ্র প্রশংসা করলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো। ফিরে আসলাম গাড়ির কাছে। পার্কের গেটেই টিনের ছাওনীর ছোট্ট মসজিদ। সেখানে মাগরিব ও এশার ছালাত কছর ও জমা করলাম। অতঃপর গাড়িতে উঠে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাত ১-টা ৩০ মিনিটে আমরা সিরাজগঞ্জ রোডে পৌঁছায়। কোথায় রাতের খাবার খাব এ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে সাংগঠনিক বরকতে সিরাজগঞ্জ যেলা যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আলী ভাই সিরাজগঞ্জ রোড-এর সংলগ্ন জামে মসজিদের বারান্দায় আমাদের রান্না করা খাবার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে খাবার গ্রহণ করে ভোর ৪-টা ৩০ মিনিটে রাজশাহীর মারকাযে এসে পৌঁছায়। ফালিল্লাহিল হামদ!

'ধন-সম্পদ মানুষ উপার্জন করবে পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশের জন্য নয়'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বিজ্ঞান

মাহফূযুর রহমান, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➡ মিষ্টি কুমড়া কোন ধরনের খাদ্য?

উত্তর : ভিটামিন জাতীয় খাদ্য।

➡ মিষ্টি আলু কোন ধরনের খাদ্য?

উত্তর : শ্বেতস্বার জাতীয় খাদ্য।

➡ শিমের বিচি কোন ধরনের খাদ্য?

উত্তর : আমিষ জাতীয় খাদ্য।

➡ কোন ফলে ভিটামিন সি বেশী পাওয়া যায়?

উত্তর : আমলকী, লেবু, পেয়ারা।

➡ সর্বাধিক স্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকে কোন খাদ্যে?

উত্তর : দুধে।

➡ রক্তশূন্যতা দেখা দেয় কেন?

উত্তর : আয়রনের অভাবে।

➡ দুধের রং সাদা হয় কেন?

উত্তর : প্রোটিনের জন্য।

➡ কচুশাকে বেশী থাকে কোন পদার্থ?

উত্তর : লৌহ।

➡ সবচেয়ে বেশী পাটাশিয়াম পাওয়া যায় কোন ফলে?

উত্তর : ডাবে।

রহস্যময় পৃথিবী

নাফাখুম জলপ্রপাত

মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

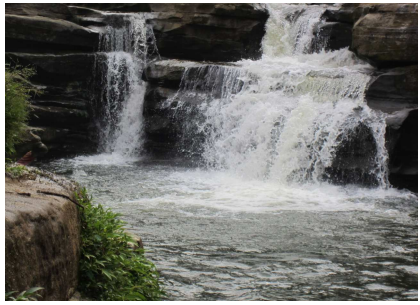

নাফাখুম জলপ্রপাত বান্দরবান যেলায় অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। মারমা ভাষায় খুম মানে জলপ্রপাত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত।

অবস্থান

বান্দরবান যেলার থানচি উপযেলার রেমাক্রী ইউনিয়নে এই জলপ্রপাতটি অবস্থিত। বান্দরবান যেলার থানচি উপযেলার রেমাক্রি একটি মারমা অধ্যুষিত এলাকা। বান্দরবন হতে ৭৯ কি.মি. দূরে অবস্থিত থানচি। সাঙ্গু নদীর পাড়ে অবস্থিত থানচি বাজার। এই সাঙ্গু নদী ধরে রেমাক্রীর দিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয় নৌকা বয়ে। কারণ নদীটি রেমাক্রী হতে থানচির দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে এসেছে এবং এই জন্য এখানে অনেক স্রোত থাকে। নদীর কিছুদূর পর পর ১-২ ফুট এমন কি

কোথাও কোথাও ৪/৫ ফুট পর্যন্ত ঢালু হয়ে নিচে নেমেছে। নদীর দুপাশে সবুজে মোড়ানো উঁচু উঁচু পাহাড় রয়েছে। কোন কোন পাহাড় এতই উঁচু যে, তার চূড়া ঢেকে থাকে মেঘের আস্তরে। সবুজে ঘেরা সে পাহাড়ে মাঝে মাঝে দু একটি উপজাতি বসতঘর দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালুতে টিন আর বেড়ার ঘরগুলো। মারমা ভাষায় 'খুম' মানে জলপ্রপাত। রেমাক্রী থেকে তিন ঘণ্টার হাঁটা পথ দূরত্বে এই জলপ্রপাত।

পরিবহণ ব্যবস্থা

বান্দরবান শহর থেকে থানচি উপযেলা সদরের দূরত্ব ৭৯ কি. মি.। রিজার্ভ চাঁদের গাড়ীতে (চার চাকা বিশিষ্ট স্থানীয় গাড়ী) বান্দরবান থেকে থানচি যেতে সময় লাগে ৩ ঘণ্টা। বর্ষায় ইঞ্জিনবোটে থানচি থেকে তিন্দু যেতে সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা। তিন্দু থেকে রেমাক্রি যেতে লাগবে আরও আড়াই ঘণ্টা। শীতের সময় ইঞ্জিন বোট চলার মত নদীতে যথেষ্ট গভীরতা থাকেনা। তখন ঠ্যালা নৌকাই একমাত্র বাহন। রেমাক্রী বাজার থেকে দুইভাবে নাফাখুমে যাওয়ার পথ আছে। এক ঘণ্টা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে (পাহাড় ডিঙিয়ে) তারপর রেমাক্রী খালের পাড় ধরে বাকিটা হেঁটে এই পথে চার ঘণ্টা লাগে নাফাখুমে পৌঁছাতে। এতে রেমাক্রী খাল ক্রস করতে হয় তিন বার এবং শেষের দিকে সাঁতরে পানি পেরুতে হয়। অপরদিকে আবার পাহাড় না ডিঙিয়ে গোটা পথই রেমাক্রী খালের পাশ দিয়েও যাওয়া যায়।

দেশ পরিচিতি

থাইল্যান্ড

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : কিংডম অব থাইল্যান্ড।

রাজধানী : ব্যাংকক।

আয়তন : ৫,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৬.৮১ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.৪%।

ভাষা : থাই।

মুদ্রা : বাথ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : বৌদ্ধ (৯৩.২%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৪%।

মাথাপিছু আয় : ১৪,৫১৯ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৪.৬ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ সাল।

ওয়াট মাহাঘাটের ধ্বংসাবশেষ
সুখোথাই ঐতিহাসিক পার্ক, থাইল্যান্ড।

যেলা পরিচিতি

চুয়াডাঙ্গা

যেলাটি খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৮ সাল।

সীমা : চুয়াডাঙ্গা যেলার উত্তর-পূর্বে কুষ্টিয়া, উত্তর-পশ্চিমে মেহেরপুর, দক্ষিণ-পূর্বে ঝিনাইদহ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত।

আয়তন : ১,৬২১.১৫ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৪টি। চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও জীবননগর।

পৌরসভা : ৪টি। চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর ও দর্শনা।

ইউনিয়ন : ৩৬টি।

গ্রাম : ৫২১টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : নবগঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, কুমার, চিত্রা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : শ্যামনগর জমিদার বাড়ি, কেরু অ্যাণ্ড কোং (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ঘোড়দাড়ি জামে মসজিদ, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট চুয়াডাঙ্গার বড় মসজিদ, ঠাকুরপুর মসজিদ, শিবনগর মসজিদ, জামজামি মসজিদ, কার্পাস ডাঙ্গা নীলকুঠি, ঘোলদাড়ি নীলকুঠি প্রভৃতি।

'আখেরাতে বিশ্বাস ব্যতীত মানবিক মূল্যবোধ কস্মিনকালেও টেকসই হতে পারেনা'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সংগঠন পরিক্রমা

বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মসজিদে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আরাফাত হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ছফিউল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে মুহম্মাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

কালদিয়া, বাগেরহাট, ৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা জামে মসজিদে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাছূমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রাজু শেখ। অর্থসহ হাদীছ পাঠ করে সোনামণি হেদায়াতুল্লাহ ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি সাইফুল্লাহ। অনুষ্ঠান শেষে মুহম্মাদ হারূনার রশীদকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

গোবরচাকা, খুলনা, ৭ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন গোবরচাকা জামে মসজিদে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি 'শু'য়ায়েব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-আমীন। অনুষ্ঠান শেষে মুহম্মাদ রবীউল ইসলামকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২১শে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মোহনপুর থানাধীন ধুরইল হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন ও মারকায এলাকা রজনীগন্ধা শাখার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নূরে আলম ছিদ্দীক ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মুরসালীন। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল বাছীর।

দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী ২৭শে জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন দেবীপুর রহমানিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আশেক এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক লুৎফর রহমান মাস্টার ও আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী

জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ইবরাহীম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ মুখতার হোসাইন।

লাউবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৩০শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বেলা ১১-টা ৩০ মিনিটে দৌলতপুর থানাধীন লাউবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি আযীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র-কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও তাওহীদের ডাক এর সার্কুলেশন ম্যানেজার শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আমীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আলী ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

ছোট বেলাইল, বগুড়া ৩রা ফেব্রুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম ও 'আল-'আওন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয উবাইদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আমীনুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি চাঁপাই-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে মুনিমুল ইসলামকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুর জন্য কৃমির ওষুধ

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

স্কুলগামী ৯০ শতাংশ শিশু কৃমি রোগে ভোগে। এর মধ্যে কেঁচো কৃমি সংক্রমণের হার বেশি। এই কৃমি অন্ত্রের মধ্যে বাস করে পুষ্টিকর খাবারের অনেকাংশ খেয়ে ফেলে। তাই আক্রান্ত শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। যেসব শিশু খালি পায়ে পায়খানা ব্যবহার করে এবং মাঠে-ঘাটে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের পায়ের তলা দিয়ে বক্রকৃমি শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এ কৃমি রক্ত চুষে খায়, ফলে শিশু রক্তাল্পতার শিকার হয়। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সুচকৃমি নামে এক প্রকার ছোট ছোট কৃমি প্রায়ই বাচ্চার পায়খানার রাস্তায় দেখা যায়। এতে আক্রান্ত শিশু সাধারণত খিটখিটে মেযাজের হয়। কৃমি রোগের লক্ষণ হিসাবে দেখা যায় খাবারে অরুচি, পেট ফোলা, দুর্বলতা ভাব, ফ্যাকাসে, বমি ভাব বা লাগাতার পেটের অসুখ ইত্যাদি।

কত দিন পর পর কৃমির ওষুধ?

২-৫ বছর বয়সী সব শিশুকে জাতীয় টিকা দিবসে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো ভাল। প্রতি ৪-৬ মাস অন্তর কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশু কৃমির সংক্রমণ থেকে নিস্তার পাবে। কৃমি শরীরের শত্রু, তাই সর্বদা সাবধান থাকতে হবে।

কখন খাওয়াবেন?

প্রেসক্রিপশনে কৃমির ওষুধ লেখার পরে একগুচ্ছ প্রশ্ন অভিভাবকদের মনে উঁকি দেয়। প্রথমত, গরমে বা মেঘলা দিনে খাওয়াতে অসুবিধা আছে কি না? দিনে না রাতে কখন খাওয়ালে ভাল? খাবারের আগে না পরে? বাজারে যেসব কৃমিনাশক ওষুধ আছে, সবই নিরাপদ এবং বছরের যে কোন সময় প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী খাওয়ানো যাবে। শুধু বৃষ্টির দিনের অপেক্ষায় বসে থাকার দরকার নেই। খালি পেট, ভরা পেট এসব হিসাবের দরকার নেই। ওষুধ খাওয়ানোর পর শিশুর পায়খানা বের করতে গ্লিসারিন স্টিক বা কোন ওষুধ দেয়ারও প্রয়োজন নেই।

সঙ্গে কি ভিটামিন দিতে হয়?

অপুষ্টিজনিত অসুখ ও ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের শিকার দেশের অধিকাংশ শিশু। শুধু সে ক্ষেত্রেই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি ভিটামিনের প্রয়োজন হতে পারে। কৃমির ওষুধ খাওয়ালে শিশুকে ভিটামিন ওষুধ খাওয়াতে হবে-এর কোন সত্যতা নেই। তবে ভিটামিন দিলেও ক্ষতি নেই।

খাবারের সঙ্গে কৃমির সম্পর্ক

বেশি মিষ্টি, কলা কিংবা মাছ খাওয়ালে পেটে কৃমি হয় এ রকম একটা ধারণার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। স্থানভেদে

আরো কিছু খাবারের নামও অনেকে বলেন। প্রকৃতপক্ষে কৃমি সংক্রমণ ঘটে মল থেকে। কৃমির ডিম বা লার্ভা মানুষের মলের সঙ্গে বের হয়। পরে হাত ঠিকমতো না ধুলে নখের মধ্যে, আঙ্গুলের খাঁজে লেগে থাকা অবস্থায় অথবা অপরিষ্কার শাকসবজি, ফল ইত্যাদির মাধ্যমে কৃমির ডিম মুখে প্রবেশ করে। অপরিচ্ছন্ন খাবারের সঙ্গে কৃমির সম্পর্ক আছে। যেমন- বাজারের খোলা চকোলেট, লজেন্স বা মিষ্টি ইত্যাদি না ঢেকে রাখা খাবার। এসব খাবারে মাছি বসে, আর এভাবে খোলা অপরিচ্ছন্ন খাবারের সঙ্গে কৃমির ডিম বা লার্ভা দেহে প্রবেশ করে।

কৃমির ওষুধ

কৃমির বিরুদ্ধে যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয় তার সবগুলো সঠিক ডোজে খেলে নিরাপদ ও কার্যকর বলে চিকিৎসকরা মনে করেন। কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর ২-৪ সপ্তাহ পরে আবার মল পরীক্ষা করে কৃমি সংক্রমণ রয়ে গেছে কি না নিশ্চিত করা ভাল।

অ্যালবেনডাজোল : দুই বছরের বেশি বয়সী শিশুর জন্য ৪০০ মি. গ্রামের ১ ডোজ (২ চামচ সিরাপ)। ১-২ বছরের শিশুর জন্য এর অর্ধেক ডোজ। সংক্রমণ রয়ে গেছে মনে হলে ৩ সপ্তাহ পর আরও একবার খাওয়ানো যেতে পারে। বাজারে এলবেন, সিনটেল প্রভৃতি নামে পাওয়া যায়।

পাইরেনটাল পামোয়েট : এক বছরের বেশি বয়সী শিশুর জন্য এক ডোজ, শিশুর ১১ মি. গ্রাম/কেজি ওজন হিসাবে। সুচকৃমির জন্য প্রয়োজন মনে হলে ২ সপ্তাহ পর পর ১ মাত্রার ডোজ দেওয়া যায়। বাজারে মেলফিন, ডিলেনটিন ইত্যাদি নামে পাওয়া যায়।

মেবেনডাজোল : ট্যাবলেট বা সিরাপ হিসাবে শিশুকে দেওয়া যায়। বাজারে মেবেন বা এরমক্স ইত্যাদি নামে মেলে। ২ বছরের বেশি বয়সী শিশুকে ১ চামচ (১০০ মি. গ্রাম) করে দিনে ২ বার পর পর ৩ দিন দিতে হয়।

লিভোমিসোল : বাজারে কেটেক্স নামে পাওয়া যায়। শিশুর প্রতি কেজি ওজন হিসাবে (৩ মি. গ্রাম/কেজি) ১ মাত্রার ডোজ।

প্রতিরোধে দরকার সচেতনতা

১. খাওয়ার আগে ও টয়লেট থেকে আসার পর সাবান (তরল সাবান হলে ভাল) দিয়ে হাত ধুতে হবে। শিশুদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে এ অভ্যাস গড়ে তোলা যরূরী।

২. শিশুদের হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে।

৩. রান্নার আগে শাকসবজি ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী ভালভাবে ধুতে হবে। এ সময় অবশ্যই হাত ধুতে হবে।

৪. গোশত, বিশেষ করে গরুর গোশত পুরোপুরি সেদ্ধ করে খেতে হবে।

৫. টয়লেটে যাওয়ার সময় অবশ্যই শিশুদের স্যাণ্ডেল পরার অভ্যাস করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

যাতায়াত ও পরিবহণ

মাহফূযুর রহমান, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

গরুর গাড়ি - عَجَلَةٌ - Cart (কার্ট)
চাকা - عَجَلَةٌ - Wheel (উঈল)
টার্মিনাল - مَحَطَّةٌ نِهَائِيَّةٌ - Terminal (টার্মিন্যাল)
ট্যাক্সি - تَاكْسِيٌ - Taxi (ট্যাক্সি)
ফুটপাত - رَصِيْفٌ - Footpath (ফুটপাথ)
মিনিবাস - حَافِلَةٌ صَغِيْرَةٌ - Minibus (মিনিবাস)
মোটরগাড়ি - سَيَّارَةٌ - Motor car (মোটর-কার)
মোটর সাইকেল - دَرَّاجَةٌ نَارِيَّةٌ -Motor cycle (মোটর সাইকল)
যাতায়াত - مُرُوْرٌ - Traffic (ট্র্যাফিক)
যানবাহন - مَرْكَبَةٌ - Vehicle (ভীইকল)
রানওয়ে - مَدْرَجٌ - Runway (রানওয়েই)
যাত্রা - رَحِيْلٌ - Departure (ডিপার্চার)
যাত্রী - رَاكِبٌ - Passenger (প্যাসিনজার)
রিকশা - رِكْشَةٌ - Rickshaw (রিকশ্য)
রেলগাড়ি - قِطَارٌ - Train (ট্রেইন)
লঞ্চ - زَوْرَقٌ بُخَارِيٌ - launch (ল্যনচ)
সফর - زِيَارَةٌ - Visit (ভিজিট)
সাইকেল - دَرَّاجَةٌ - Bicycle (বাইসাইকেল)
স্টীমার - بَاخِرَةٌ - Steamer (স্টীমার)
স্টেশন - مَوْقِفٌ - Station (স্টেইশন)
হেলিকপ্টর - طَائِرَةٌ عُمُوْدِيَّةٌ -Helicopter

ক্যুইজ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্নেহভরে কাকে চুম্বন করেছিলেন?
উ:.....
.....

২. ছোটদের আদর-স্নেহ না করা কেমন হৃদয়ের লক্ষণ?
উ:.....
.....

৩. রাসূল (ছাঃ) কোন ছাহাবীকে আপন সন্তানদের মাঝে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা না করায়, তা ফেরত নিতে নির্দেশ দেন?
উ:.....

৪. সম্পদের সর্বোচ্চ কত অংশ ছাদাকা করা যাবে?
উ:.....

৫. কোন আলেমের মা তাকে ৭ বছর বয়স থেকে নিয়মিত মসজিদে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করেন?
উ:.....

৬. তিনজন একত্রে থাকলে কী করা নিষেধ?
উ:.....
.....

৭. কোন বিচারক জান্নাতে যাবেন?
উ:.....
.....
.....

৮. মসজিদে একাধিকবার জামা'আত করা মাকরূহ-এর কোন ভিত্তি আছে কী?
উ:.....

৯. কোন ফলে ভিটামিন সি বেশী পাওয়া যায়?
উ:.....

১০. কতদিনের মধ্যে ওষুধ খাওয়ালে শিশু কৃমির সংক্রমণ থেকে নিস্তার পাবে?
উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই এপ্রিল ২০২০।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) যারা ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না (২) সর্বপ্রকা ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা (৩) নাপাক; শয়তানের কর্ম (৪) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا (৫) সাত বছর বয়সে (৬) ৬টি (৭) ১৬৩ তলা, উচ্চতা ২৭১৭ ফুট (৮) ডান হাত দিয়ে (৯) না (১০) 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : মোছাদ্দেক হোসাইন, ৬ষ্ঠ (খ)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আমীরুল ইসলাম, ৩য় (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : লুৎফর রহমান, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।